দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 19 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

পাবনায় ১৪শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাবনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ॥ ভাষা আন্দোলনে পাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এ জেলার শিশু-কিশোরদের মাঝে মাতৃভাষার চেতনা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সরকারী ও বেসরকারী ১৪শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজও শহীদ মিনার গড়ে উঠেনি। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৪৮-এর মাতৃভাষা আন্দোলনে পাকিস্তান গণপরিষদে 'ভাষা প্রশ্নে বিতর্কের প্রতিবাদে' ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালনের খবরে পাবনায় ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক দল এক সভায় মিলিত হয়ে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলে। সে ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সে সময় পাবনা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে অনেকেই পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

এছাড়া ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার জের ধরে ৫ মার্চ শহীদ দিবস পালিত হয়েছিল। এ সেদিন পাবনার স্কুল, কলেজে ধর্মঘট পালনসহ শহরে বিশাল মিছিল করা হয়েছিল। ৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম পাবনা এ্যাডওয়ার্ড কলেজ ম্যাঠে একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ ছাড়া '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোতে জেলার সুজানগরে একুশের মিছিল ও শোভাযাত্রায় গুলি চালালে সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুস সাত্তার শহীদ হন।

জেলায় ১ হাজার ৫৪২টি সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মধ্যে ১ হাজার ৪শ'টি প্রতিষ্ঠানে কোন শহীদ মিনার নেই। এ ব্যাপারে কেউ কোন উদ্যোগও নেয়নি। শিক্ষার্থীরা বলছেন, তাদের স্কুলে শহীদ মিনার না থাকাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছেন, প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলে শহীদ মিনার থাকা অত্যন্ত জরুরী। শহীদ মিনার হলে ছাত্রদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে বলেও অভিভাবকরা জানিয়েছেন।

পাবনা সরকারী জেলা স্কুলের ছাত্ররা জানিয়েছে, ভাষা আন্দোলনের ফসল মাতৃভাষা পেলেও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে জেলা স্কুলেও কোন শহীদ মিনার নেই। তাদের আশা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন শীঘ্রই একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করবেন।

জেলা প্রশাসক রেখা রানী বালো জানিয়েছেন, ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে শুধু জেলা স্কুল কেন সকল স্কুলেই শহীদ মিনার থাকা উচিত। তাতে করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ জাগবে এবং দেশকে তারা ভালবাসতে শিখবে।